গোলোকধাম

লীলা মজুমদার

BANGLADARSHAN.COM

॥গোলোকধাম॥

সমস্ত ব্যাপারটার ইতিবৃত্ত সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে খাতায় লেখা আছে। আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা যেখানে দ্বিতীয়-টিকটিকির কাজ করতেন। ব্যাপারটা খুব ঘোড়েল। অকুস্থলের নাম বলব না, শেষটা সবাই চিনে ফেলবে। শুধু এইটুকু বলে রাখি ব্যঞ্জন বর্ণ-মালার প্রথম অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। তারি উত্তর দিকে একটা পুরানো রাস্তা। সেই রাস্তার গায়ে-গায়ে লাগা দুটি বাড়ি, সেকালের যেমন হত। মাঝখানের দেয়ালটা এ বাড়ির-ও, ও বাড়ির-ও। তবে ছ্যাঁদা করে দেখবার উপায় নেই, কারণ দু'দিকের বাসিন্দারাই আরেক প্রস্থ ইঁট লাগিয়ে দেয়ালটাকে তিন পুরু করে নিয়েছিল। একটা বাড়ির নম্বর ১১, একটার ১৩, একটার বাঁ পাশ দিয়ে একটা সরু গলি, সেখানে সিংগেল রিকশা ছাড়া কিছু ঢোকে না। গলিতে ১১ নম্বরের সদর দরজা সর্বদা হাট করে খোলা থাকে, যদিও একটা গোঁপওয়ালা গুণ্ডা লোক তার পাশে সারাদিন টুলে বসে থাকত। আবার তেমনি ১৩ নম্বরের ডান পাশে আরো সরু একটা গলি, সেখানে পাড়ার ছেলেরা সাইকেল চালানো শেখে, আর কিছু ঢোকে না। সেখানে ১৩ নম্বরের দরজাও সর্বদা খোলা থাকত, কেউ বসেও থাকত না। তবে শোনা যেত একতলার বই বাঁধাইওয়ালা নাকি ওদের বিশ্বাসী চর।

১১ নম্বরের একতলায় একটা ভদ্রগোছের ওষুধের দোকান, বড় রাস্তার উপর তার সদর দরজা। দোতলায় 'ধ্রুপদ'দের পার্টির আপিস। ধ্রুপদ কারো বাপের দেওয়া নাম না, একটা রাজনীতিক দলের নাম। তারা বেজায় প্রাচীনপন্থী। সভ্যদের বয়স একটু বেশি, অবস্থা বেশ ভাল। কোনো কিছুর ভাল হয় তাঁরা চাইতেন না। তিন তলায় গোলকবাবার আস্তানা। সাধুসন্তদের ব্যাপার, নিরীহ নীরব। গোলক বাবাজির কানের ব্যামো ছিল, হঠাৎ শব্দ সইতে পারতেন না। তবে তিনি কেবলমাত্র শীতকালে তিন মাসের জন্য শহরে আসতেন, শোনা যেত বাকি সময়টায় হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ তিন মাসও তিনি তাঁর নিজের ঘরটিতে গোঁপ দাড়ি নিয়ে ধ্যানস্থ থাকতেন। সেখানে শিষ্যদের প্রবেশ নিষেধ। নাকি নানারকম ক্ষমতা ছিল তাঁর, তার উপর বেজায় রাগী। যখন তখন কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না। মাসে একবার জনসাধারণের সামনে দেখা দিতেন। ঘটনার সময় তিনি যে চোখ উল্টে ধ্যানে বসেছিলেন সেটা পুলিসের কর্তা নিজে দেখেছিলেন। ১১ নম্বরের তিন তলায় শিষ্যরা চার বেলা গুরুদেবের খরচায় রাশি রাশি ভাত ডাল তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ-দই ছানা, চা রুটি কচুরি গিলত। বাজারে ব্যবসাদারদের মধ্যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশনের চরেরা এই সব খবর সংগ্রহ করেছিল। গুরুদেবের ঐ ষণ্ডা চৌকিদার ছাড়া আরো ষণ্ডা একজন বামুনঠাকুর ছিল। যোগাভ্যাস করে নাকি ঐ রকম শরীর হয়েছিল। শিষ্যদেরও দু'বেলা ছণদের মুগুর ভাঁজতে, ডন বৈঠক করতে দেখা যেত। ওদের গুরুদেব দু'পায়ে তিনজন করে শিষ্য ঝুলিয়ে প্যারালেল বারে নিজে আধ ঘণ্টা অনায়াসে ঝুলে থাকতেন। অবিশ্যি এ-সব হয়তো অনেক বাড়িয়ে বলা তবে আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা বলেন 'যা রটে তার কতকটা বটে।'

BANGLADARSHAN.COM

এক দিনে এত খবর সংগ্রহ হয়নি। এক মাস এক নাগাড়ে লেগে থেকে তবে মিঃ সমাদ্দার জানতে পেরেছিলেন। বলাবাহুল্য খবর সরবরাহের প্রধান ছিলেন ওঁর দ্বিতীয় টিকটিকি অর্থাৎ ছোটমামা। একটা সুবিধা ছিল যে ওঁদের অফিসটা বর্ধমানে হওয়াতে অকুস্থলের কেউ ওদের চিনত না। দ্বিতীয় টিকটিকিকে তো নয়-ই। তাঁর কাজের নিয়ম এমন ছিল যে তাঁর নিজের আপিসেই খুব কম লোক তাঁর আসল নাম জানত। তাঁকে দেখে কে খুঁদে টিকটিকি বলে চিনবে? রোগা লিকপিকে চেহারা, বড় বড় কান, কেউ জোরে কথা বললেই গলা দিয়ে চিঁ চিঁ বেরোয়, কিন্তু ভিতরে সিংহের মতো তেজ। নইলে গোলকধামের জটিল রহস্য উদঘাটন করা যার তার কর্ম ছিল না।

১১ নম্বরের বাড়িটারই নাম ছিল 'গোলকধাম।' বলাবাহুল্য মালিক ছিলেন গোলকবাবাজির পরম ভক্ত। কেউ কেউ বলত নাকি ভাড়া নিতেন না। মালিক নিজে অবশ্য একটা ছোট কাঠের বাড়ি কিনে, সেখানেই থাকতেন। সমতলের বাতাসে তাঁর হাঁপানি বাড়ত। একতলার ওষুধের দোকানের মালিক নাকি ভাড়া আদায় করত, মেরামত ইত্যাদি করত। তাঁর নাম শ্যামরতন ঘোষ। আশা করি কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে ১১ নম্বরের বাড়িটার অবস্থা ছিল অনেক ভাল। দিব্যি মেরামত করা তাজা রঙ লাগানো, অধিবাসীরাও একটু বেটার ক্লাসের। তবে সেজন্য ওর খ্যাতি ছিল না। সবাই ১১ নম্বরের নাম জানত ওখানে 'ধ্রুপদ' আপিস বলে। ধ্রুপদের তখন খুব হাঁক-ডাক। বিশেষ করে সেই বছরই সকলের চোখ ছিল ধ্রুপদের উপর। কারণ খুব জরুরি একটা আঞ্চলিক ইলেকশন ওরাই ছিল পাবকদের একমাত্র বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী।

BANGLADARSHAN.COM

বলছিলাম কি যে পাবকদের আপিস ছিল পাশের বাড়িতে, অর্থাৎ ১৩ নম্বরে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানে যদি এক খেলার মাঠে থাকতে পারে, তো এরাই বা পাশাপাশি থাকবে না কেন? সব বিষয়ে পরস্পরের উল্টো ছিল, পাবকদের অনেকে 'পরশু-পন্থী' বলত। কাল বাদে পরশু অন্য লোকে যা চিন্তা করবে, ওরা হয়তো গতকালই সে সব ভেবে রাখত।

ইচ্ছা করেই ১৩ নম্বর বাড়ি নিয়েছিল ওরা, সাহেবরা ১৩ নম্বরকে অলুক্ষণে বলে কি না, তাই রোগা টিংটিঙে একপাল সভ্য, আধময়লা জামা পরে দিনরাত খোঁটমোট করত। আসলে অবিশ্যি সবাই সব বিষয়ে একমত ছিল। তর্ক করাটা শুধু একটা অভ্যেস। খাওয়ার মধ্যে শুধু মুড়ি আর তেলেভাজা। অধিকাংশেরই ট্যাক গড়ের মাঠ। আপিস ঘরের ভাঙা ছিল মাসে ত্রিশ টাকা। তেমন ঘরও বটে। 'পরশু-পন্থী'দের দলের নেতা বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখা যেত আপিসঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন, দলের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলত, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, বয়স তেত্রিশও হতে পারত আবার তেষট্টিও হতে পারত। নাকি বে-নামায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হেড মাস্টারি করতেন। নইলে টাকাকড়ি কোত্থেকে আসবে। ওরা তাকে পাঁচুদা বলে ডাকত।

দ্বিতীয় টিকটিকি একদিন আমাদের বাড়িতে বসে, গুপির আর আমার সামনেই বাবাকে বললেন, 'বিশ্বাস করুন দাদা, এই খেমো চেহারার লোকগুলোর এমনি প্রতিপত্তি যে পাশের বাড়ির বড়লোক ধ্রুপদরা থরহরি কম্পমান! সমস্ত এলাকাটাকে ওরা একেবারে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিল। ইলেকশনে ওদের হারানো খুব একটা সহজ কাজ হবে না, এটা ধ্রুপদরাও খুব ভালভাবেই জানত, টাকায় কি না হয়? ধ্রুপদরা ঠিক করেছিল তেমন তেমন হলে কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ করবে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এত কথা কি করে জানলি রে চাঁদু? ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমি জানব না তো কে জানবে বলুন? নেতারা গায়েব হলে তো একরকম বলতে গেলে সমস্ত তদন্তটাই দ্বিতীয় টিকটিকির হাতে এসে পড়ে। একমাত্র সেই অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে, সব গোপন কথা টেনে বের করতে পারে।'

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। 'অ্যাঁ! নেতারা গায়েব হয়েছিল নাকি? বলিস কি? দুজনেই নাকি?'

'নইলে আর বলছি কি দাদা? রাজনীতির ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। ভোট গণনার সঙ্গে সঙ্গে দুই ক্যাণ্ডিডেটই ডিসয়েপিয়ার্ড! স্রেফ কপ্পুর। আর সে কি গণনা। পৃথিবীতে এর জুড়ি দেখা যায় নি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। টাউন হল লোকে লোকারণ্য, পাহারা, পুলিস, দুই দলের লোক নীরবে নিজেদের চুল ছিঁড়ছিল। খানিকটা খুব বেশি ক্ষণের আবেগের জন্য, তবে বেশিরভাগটা আগের ক'দিন ধরে সমানে চ্যাঁচানোর ফলে কারো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না।'

BANGLADARSHAN.COM

বাবা বললেন, 'কাগজে পড়েছিলাম বটে যে আশ্চর্যের বিষয়, দুই দলের ক্যাণ্ডিডেট একেবারে সমান ভোট পেয়েছিল! নতুন করে আবার ভোটের কথাও হয়েছিল। কিন্তু ক্যাণ্ডিডেটদের নাকি আর পাত্তাই পাওয়া যায়নি। আশ্চর্য।

ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, 'ভিতরের কথা জানতে পারলে আর আশ্চর্য হবার মতো কিছুই পাবেন না, দাদা। কিন্তু জানছে কে? আমার বস, আমি আর দুতিনটি লোক, আর এতদিন পরে আপনি। সমস্ত ব্যাপারটা দেশের শান্তিরক্ষার জন্য একেবারে চেপে দেওয়া হয়েছিল যে। জানবে কে?' আমি বললাম, 'গুপি আর আমি মনে থাকে যেন এতে আমাদেরও পার্ট ছিল। শুনে বাবা তো অবাক। 'তোদেরও পার্ট ছিল! কই আমি তো সে বিষয়ে কিছুই জানি না।' ছোটমামা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'খুব ছোট পার্ট, দাদা, পার্টটাইম পার্টও বলতে পারেন। তাই আর আপনাকে বা জামাইবাবুকে বিরক্ত করিনি। ওদের পড়াশুনোর ক্ষতি করিনি। সবটা সমাধান হয়ে গেছিল ওদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আর নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার মাঝখানের দশদিনের মধ্যে। ওরা তো ভালভাবেই উপরের ক্লাসে উঠে গিয়েছে, আমি কোন ক্ষতি করেছি কেউ বলতে পারবে না। বরং ওদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছি।'

গুপি বলল, 'আমাদের সাহায্য না পেলে দশ-বারো দিনে ঐ রহস্য উদঘাটন ছোটমামার সাধ্য ছিল না।'

ছোটমামা বললেন, 'দাদা, আগে গিয়ে চাক্ষুষভাবে অকুস্থল পরীক্ষা করে এলাম। তাও ছদ্মবেশে বলাই বাহুল্য। সেই দাড়ি-গোঁফটা যে আমার কি কাজেই আসে কি বলব!' সাবধান। শেষে ওটা না দুর্বৃত্তদের চেনা হয়ে যায়। না, না, নেভার! ওর মাঝখান থেকে কিছু লোম কেটে নিয়ে দুটো রঙের বুরুশ বানিয়েছি, তাই গোঁফটা হয়েছে এখন নাদীর-শা গোছের। কেউ চিনবে না।

বাবা বললেন, 'বাই-ইলেকশনের দু'জন জমকালো নেতা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার তদন্ত করল সমাদ্দার কোম্পানি? কেন, পুলিসদের কী হয়েছিল?'

ছোটমামা বোধহয় একটু রেগে গেলেন। বললেন, 'যে সব কেসে পুলিসরা কিছু করতে পারে না, সে সব তদন্তের ভার তারা প্রাইভেট কোম্পানিকে দেয়। যাই হোক দেখলাম ১৩ নম্বরের একতলায় একটা বই-বাঁধাইয়ের দোকান আর একটা চায়ের দোকান। দোতলায় পাবকদের পাটি আপিস, তিন তলায় মোটে দুটো ঘর। তাও প্রায়ই বন্ধ থাকে, কারণ বাড়ির মালিক চীনেবাজারের কোনো এক এনামেলের বাসনের দোকানের ট্রাভেলিং সেলস্‌ম্যান। মাঝে মধ্যে তালা খুলে ঘরে ঢোকে, দু চার হপ্তা থাকে, নিচে চায়ের দোকানের মালিকের কাছে খায় দায়। অবস্থা খুব ভাল নয়, রোগা, ক্লিন শেভ করা, চোখে চশমা, ভীতু গোছের লোক। লুকিয়ে পানু তার ফটো পর্যন্ত তুলেছিল। পরে ওটাই হয়েছিল 'ক্লু নং ওয়ান।' 'গোড়া থেকে বল।' এই বলে বাবা পা তুলে বসে রামকানাইকে আরো চা আনতে ইশারা করলেন। ছোটমামা বলতে লাগলেন, 'ভোট গণনার রাত থেকেই দুই ক্যাণ্ডিডেট নিখোঁজ। এই সাংঘাতিক সংবাদ ওদের পার্টির লোকরাই পুলিসকে দিয়েছিল। দু দলেরই ধারণ্য অন্য পার্টি তাদের নেতাকে গুম করে রেখেছে। তা নিয়ে থানা সে কি জেরা। কিন্তু কোন ফল হল না। মনে হল সত্যি সত্যি কেউ কিছু জানে না। নেতাদের ভাবনায় এরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে আর কখনো লড়তে পারবে না। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারীদের এই মত।'

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু লোক দুটো গেল কোথায়? সমস্ত বাড়ি সার্চ হল, প্রত্যেকটা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। খালি গুরুদেব কোনো কথা বলেন না, যেমন চোখ তুলে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন, 'দেখুন ওঁকে ঘাঁটানো যা, ভগবানকে ঘাঁটানোও তা।' শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের দশজনকে আর চাকরদের তিনজনকে জেরা করেও কিছু পাওয়া গেল না। তারা কেউ ইলেকশনের নামও শোনে নি। একতলায় ওষুধের দোকানের মালিক বেশ কয়েকদিন থাকতেই অনুপস্থিত ছিলেন, নাকি শরীর খারাপ। তিনি কার্সিয়াং-এ ভগ্নীপতির কাঠের বাড়িতে শরীর সারাতে গেছিলেন, সব চুকেবুকে গেলে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'দেখেছ কি কাণ্ড।' এই তো গেল ১১ নম্বরের কথা।

১৩ নম্বরের অবস্থাও তাই। তিনতলায় বাড়িওয়ালার ঘরে ঘরে তালা দেওয়া, তিনি দুমাস অ্যাবসেন্ট, শিগগির ফেরার কথা।

একতলায় চায়ের দোকানের মালিক একান্নজন সাক্ষী এনে উপস্থিত করেছিল তারা একবাক্যে বলল, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে কেউ না কেউ সমস্তক্ষণ মালিককে আর তার দুজন ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টকে দোকানে

শুয়ে, বসে বা কাজ করতে দেখেছে। বই বাঁধাই-ওয়ালার দিন পনেরো থেকে হাম, পাড়ার ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, ঘটনার দিন পর্যন্ত সে পথ্যি পায় নি। বিছানা ছেড়ে ওঠবার তার ক্ষমতা নেই, দুজন দুর্ধর্ষ নেতাকে গায়েব করা দূরের কথা। তাছাড়া পাঁচুদা তার দেবতা, তার বাবা, মা ও ভাইবোন। এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল তাঁর যদি কোনো অনিষ্ট হয়ে থাকে তো সে ধ্রুপদবাবুদের দেখে নেবে নইলে তারনাম বংশু মাইতিই নয়। এই অবধি বলে সে কপালে চোখ তুলে, গা-টান করে, ফিট গেল। তদন্তকারীদের চায়ের দোকানের ছোকরাদের ডেকে দিয়ে পত্রপাট প্রস্থান।

এই রকম ডেড্-লক্ অবস্থায় সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সকে না ডেকে তারা করে কি? শহরেও যে আরো এবং সুদক্ষ ডিটেকটিভ কোম্পানি নেই তো নয়, তারা যে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে তারি বা ঠিক কি? হয়তো এ দলে নয়তো ও-দলে পক্ষপাতিত্ব থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। বলেইছি তো সমাদ্দারের গোপন তদন্ত ছোটমামা আর ছোটমামা মানেই আমি আর গুপি। আমার নাম পানু সে কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। শেষ রাতের গাড়িতে ছোটমামা এসে গুপিকে তুলে, তারপর আমাদের বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে গুপি বলল, 'ফটো আছে?' ফটো? অকুস্থলে যাদের যাদের দেখা গেছিল, ঘটনার আগে ও ঠিক পরেই, তাদের মধ্যে যত জনের পাওয়া যায়।'

ছোটমামা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই দেখছি টিকটিকির বাড়া। অত ছবি কোথায় পাব?' 'তুলবে।' আমি ইয়ে—আমার ছবি ভাল হয় না, তাছাড়া ক্যামেরাটা পাচ্ছি না।' আমি বললাম, 'পুলিসের কাছে কিছু থাকতে পারে।' ছোটমামা ভ্রুকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। শেষ অবধি ছবি কতক ইলেকশন পোস্টারের নেগেটিভ থেকে কতক বাড়ি থেকে জোগাড় হল, কতক আমি বাবার খুদে ফিক্সড্ ফোকাস পুরনো কোভডাফ দিয়ে তুললাম, লুকিয়ে লুকিয়ে বই বাঁধাইওয়ালার দোকানের চাকরিপ্রার্থী সেজে গিয়ে। ঐ ছবিগুলোকে ছোটমামা আগে যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুন না কেন, শেষটায় ওর মধ্যেই চূড়ান্ত ক্লু পাওয়া গেছিল। যাকগে, সে সব পরের কথা।

বারবার নানান সাজে গিয়ে গিয়ে ঐ রাস্তা, ১১ নং আর ১৩ নং বাড়ি, বাড়ি দুটোর দুপাশের গলি, বাড়িতে যারা থাকত, যারা পাবক আপিসে আসত যেত চায়ের দোকানের খদ্দের, বই বাঁধাইয়ের মক্কেল, ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড, ওখানকার যত দোকানপাট, চুল কাটার সেলুন, অন্যান্য বাড়ির অধিবাসী, সব আমাদের নখদর্পণে এনে ফেললাম। লুকিয়ে কি করে ছবি তুলতে হয় তা এমনি রপ্ত হয়ে গেল যে পরে যুদ্ধের সময়কার স্পাইদের ছবি তোলার গল্প পড়ে আমার হাসি পেত।

অদ্ভুত সব ছবি, একেক জনার ছিরি দেখে কত হাসব। ধ্রুপদরা পার্টি আপিস তুলে দিল। ওর বদলে ওখানে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলল। প্রতিষ্ঠা দিবসে ওদের নেতার মস্ত ছবি দেখলাম। গুপি কোন ফাঁকে টুক করে ছবির ছবি তুলে ফেলল। পাবকদেরও যে নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ দুই দলই

BANGLADARSHAN.COM

ততদিনে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল। ধ্রুপদদের বন্ধুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদের ঘরে পাবক মেমোরিয়াল পুস্তকাগার খোলা হল, তাও ঐ এক-ই দিনে। পাঁচুদের খুব ভাল একটা ছবির আরো ভাল একটা ছবি তুললাম।

ছোটমামা প্রকাশ্যে এ-সব অনুষ্ঠানে যেতেন না, তাঁর হয়ে ভিড়ে মিশে আমার দুজন সর্বদা যেতাম। দুটো বাড়ি, প্রত্যেকটা ইট, ভাঙা খড়খড়ি, নড়বড়ে রেলিং, দেয়ালের ছবি, ছিটকিনির ডিজাইন, কড়ি বরগার সংখ্যা আমাদের মুখস্ত হয়ে গেছিল।

এমনি কি গোলকধামের গোলক বাবাজিকে একদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এসেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'সব ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হয়েছিলও প্রায় সবই। একটা তো তখনি হয়েছিল, কারণ এ সুযোগে গুপি তাঁর একটা ফ্রন্ট ভিউ আর একটা প্রোফিল তুলেছিল।

দেখলাম শিষ্যরা অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শুনলাম গুরুদেব নাকি সব কটাকে ধরে তাঁর হিমালয় ভ্রমণের সাক্ষী করে নিয়ে যাচ্ছেন। শিষ্যদের প্রত্যেকের ছবি আমাদের কাছে এখনো আছে, পাচক, চাকর আর চৌকিদার কিছুতেই গেল না। স্রেফ পালিয়ে ধ্রুপদদের তিনজনের বাড়িতে ভাল মাইনের চাকরি নিয়ে নিল। কে পাচককে রাখবে তাই নিয়ে নাকি ঐ তিনজনের মধ্যে চিরকালের মতো কথা বন্ধ হয়ে গেছিল।

পরে তিন তলাটা কোন সরকারি আপিসের কার যেন ফ্যামিলি কোয়ার্টার হয়ে গেছিল। এই-সবই মাত্র একমাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। ছোটমামা বললেন, এমন পরিপাটি তদন্ত নাকি কম দেখা যায়। ১৩ নম্বরের মালিকও এই সময়ের মধ্যে সফর শেষ করে সাতদিনের জন্য দেখা দিলেন। আমি গলিতে দাঁড়িয়ে তাঁর চমৎকার ছবি নিলাম। আলাপও হল। তিনি বললেন, 'বয়স হয়েছে, আর কাজকর্ম ভাল লাগে না, এনামেলের বাসন কেউ কিনতেও চায় না, কাজেই সংসার ত্যাগ করা, আলমোড়ার কাছে কোনো দুর্গম পাহাড়ের উপরে তাঁর গুরুর আশ্রমে তিনি চলে যাচ্ছেন। আর ঐ ঘর দুটো অমনি চায়ের দোকানের মালিক তার পরিবারের জন্য ভাড়া নিয়ে নিল। এই সময় ১১ নম্বর ওষুধের দোকানের মালিক ফিরে এলেন। দশ পারসেন্ট কমিশনে তিনি দুই বাড়ির যাবতীয় ভাড়া আদায় ও মেরামতির ভার নিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে চুকে বুকে গেল বলে যেমন খুশি পুলিস, তেমনি খুশি সমাদ্দার। ধ্রুপদ ও পাবক সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা করে আদায় করা ফি-টা পকেটে পুরতে পুরতে মিঃ সমাদ্দার ছোটমামার পিঠ চাপড়ে, তৎক্ষণাৎ দুই মাস পরে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। সেই ছুটিতেই বাবার কাছে এই লোমহর্ষক বিষয়ে গল্প করা হল।

ছোটমামা থামলে বাবা একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সে কি চাঁদু, আসল কথাই তো জানা গেল না। সেই অদৃশ্য দুটি নেতার কি হল?'

ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ও, বলিনি বুঝি? তাঁরা তো নিজেদের হাতে পুলিসের কাছে বিনা ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন যে তারা গোলক বাবাজির আশীর্বাদে রাজনীতি ছেড়ে বাকি জীবনটা নির্জনে বাস করবেন, তদন্ত করে আর যেন তাঁদের জ্বালানো না হয়। সভ্যরা বলল এ যে তাঁদের হাতের লেখা সে বিষয়ে

BANGLADARSHAN.COM

কোনো সন্দেহ নেই, সবই হুবহু চিঠিপত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ব্যাস, ফাইল ক্লোজড। ও রামকানাই, আজ দুপুরে তোমাদের বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে?'

বাবাকে তবু খুব খুশি মনে হল না দেখে আমি এক তাড়া ফটো বের করে বললাম, 'মজা হচ্ছে যে এই ছবিগুলোকে পাশাপাশি রাখলে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব প্রত্যেকটিতে ধরা পড়েছে। পাঁচুদা, ধ্রুপদ নেতা, গুরুদেব এবং ১৩ নং-এর মালিক। এই দেখ প্রত্যেকের ডান কানের লতি ছেঁড়া। বাঁদিকের কানের লতি জোড়া, বাঁদিকের নাকের ফুটোর উপরে আঁচিল আর ডান চোখের নীচে ঠিক একই মাপের একই ডিজাইনের জরুল।

বাবা আঁতকে উঠলেন। অ্যাঁ, বল কি! তবে কি সবাই একই লোক নাকি। ছদ্মবেশে একেকটা পার্ট প্লে করছিল? কেউ তাদের কখনো একসঙ্গে দেখেনি নাকি? ছোটমামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'দেখার কোনো কারণই ঘটেনি। যে যার নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন। চেহারা আলাদা রকমের। অবিশ্যি কিছু নকল চুল, দাড়ি, নীল চশমা, গালের মধ্যে আলুর টুকরো বা সুপুরি, গায়ের চারদিকে পাতলা রবারের বালিশ আর দুটো একটা রঙের শিশি থাকলে চেহারার কোনো কিছু ঠিক থাকে না। কালোই বা কি ফরসাই বা কি, রোগাই বা কি মোটাই বা কি? তাছাড়া–

এই বলে উঠে পড়ে ছোটমামা চটিতে পা গলালেন। 'যাই, চুলটা কেটে আসি।'

'বস।' বলে এমনি ধমক দিলেন বাবা যে চিঁ-চিঁ করে ছোটমামা বললেন, 'আবার কেন?'

BANGLADARSHAN.COM

'তাছাড়া কি?'

ছোটমামা বললেন, 'ইয়ে, মানে, জানেনই তো যে পনেরো দিনের ছুটির প্রথম দশদিন রানীক্ষেত ছাড়িয়ে কিছু পর্বতারোহণ করে কাটিয়েছিলাম। সেখানে একটা স্বাস্থ্যকর ছোট্ট শহরে একটা সুন্দর কাঠের বানির নাম দেখলাম 'গোলোক।' বেজায় কৌতূহল হল। ঢুকে পড়লাম। মালিক আদর করে বসালেন। দেখলাম ডান কানের লতি ছেঁড়া, বাঁ কানের লতি জোড়া, নাকে সেই আঁচিল, চোখের নিচে জরুল। বললাম যদি খুলে বল তো কোনো স্টেপস নেব না। সে বেজায় রেগে বলল, 'কি স্টেপস নিতে পার তুমি? কোন বে-আইনি কাজ করিনি। জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল বলে দুটো রাজনীতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সেজে দুই পক্ষেই জয়ী হয়েছিল। সেটা কিছু বেআইনী নয়। আর পাবকরা ধ্রুপদদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো এই এই দেব। আবার ধ্রুপদরা পাবকদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো হেনা তেনা দেব। কারো মনে কষ্ট দিতে পারিনে, কাজেই দু'জনার কথাতেই রাজি হয়ে, নিজেই গুরুদেব সেজে ধ্যানে বসে গেলাম। এর কোনটাকে বেআইনী বলতে পার না। তারপর সবাই মিলে এমনি খ্যাঁচ-ম্যাচ লাগিয়ে দিল যে নিজের আস্তানায় নিরিবিলিতে নিজের খরচায় চলে এলাম। সেটাও কি বেআইনী? ১১ নং আর ১৩ নং একটা আমার বাবা, একটা আমার জ্যাঠা আমাকে দিয়ে গেছিলেন, সে কি বেআইনী? শিষ্যগুলোকে হিমালয় ভ্রমণে পাঠিয়েছি। পরের পয়সায় ক'জন সে সুযোগ পায়? নাকি সেটাকেও বেআইনী বলব? এখন সব কথা ফাঁস

করলেই আবার, কাছে এসে চ্যাঁ-ভোঁ লাগাবে, আমাকে আবার অন্য আরো দুর্গম আস্তানায় চলে যেতে হবে। রাঁধবার লোকটাকে আমিই রেখেছি। খেয়ে যাবে নাকি?'

'প্রচণ্ড খেয়ে এলাম।'

বাবা বললেন, 'কাকে কিছু বলেছ নাকি?' ছোটমামা জিব কেটে বললেন, 'ছি, ছি পায়েস খাবার পর কথা দিয়ে এসেছি যে কাকেও কিছু বলব না।'

গুপি বলল, 'তাছাড়া বলবেটা কি? সে বেচারা তো কোনো অন্যায় কাজ করেনি।'

'আমি বললাম, বরং ভাল করেছে। আমাদের কেমন তদন্ত শিক্ষা হয়েছে। কি ঠিকানা যেন বললেন?'

ছোটমামা ভ্রুকুটি করে বললেন, 'ভুলে গেছি।'

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥